VIVEKANANDA COLLEGE
THAKURPUKUR
KOLKATA-700063

Topic-বৈষ্ণব পদাবলী
Course Title- প্রাগাধুনিক সাহিত্য
Semester- 4th
Paper- BNGHCC-8
MODULE-1
Name of the Teacher- Prof. SUBRATA SAMANTA
Name of the Department- Bengali

পর্যায়: পূর্বরাগ ও অনুরাগ

ঘরের বাইরে দন্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।।
রাই এমন কেন বা হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল।।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে।।
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা।।
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাঢ়াইল চাঁন্দে।
চন্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁন্দে।।

শব্দার্থ: দন্ডে- দাঁড়ান, তিলে তিলে- বারংবার,উচাটন- চঞ্চল, সঘন- ঘন ঘন, অঞ্চল- আঁচল, সম্বরণ- সামলানো, খসাঞা- খুলে, চিতে- চিত্তে

পদের ব্যাখ্যা: শ্রীরাধিকা বারংবার ঘরে ও বাইরে যাতায়াত করছেন।তাঁর মন চঞ্চল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। তিনি কদম্ব বনের দিকে তাকাচ্ছেন। রাধার এই অবস্থা দেখে পদকর্তা চন্ডীদাস ভাবছেন রাধার কেন এমন হল? গুরুজন, দুর্জনের ভয়হীনা রাধার উপর কি তবে কোন অপদেবতা ভর করল? আনমনা রাধার বক্ষের আঁচল সম্বরণ করেননা; মাঝে মাঝেই চমকে ওঠেন, অলংকার খসে পড়ে যায়। রাধার এহেন আচরণ সত্যই বোধগম্যের অতীত। তাঁকে দেখে

মনে হয় তিনি চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। পদকর্তা চন্ডীদাসের অনুমান রাধিকা 'কালা চাঁদ' অর্থাৎ কৃষ্ণার প্রেমের ফাঁদে বন্দী হয়েছেন।

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি।।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।।
ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়।।
চাতক-জলদি কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা।।
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল।।
কি ছার চকোর-চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চন্ডীদাস কহে।।

শব্দার্থ: পিরীতি- প্রেম, বান্ধা- বাঁধা, দুহুঁ- দুজনে, কবহুঁ- কখনও, সেহো- সেও, জলদ- মেঘ, তুল- তুলনীয়, মধুপ- ভ্রমর

পদের ব্যাখ্যা: পদকর্তা চন্ডীদাস বলছেন রাধা কৃষ্ণের মত এমন প্রেম তিনি আর দেখেননি। তাঁরা দুজনে দুজনের সাথে পরাণ অর্থাৎ হৃদয়ের এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যেন পরস্পরের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকেও বিচ্ছেদের কথা ভেবে আকুল হচ্ছেন। আপনা আপনি বাঁধা পড়ে আছেন। একে অন্যকে এক মুহূর্তের জন্যও না দেখলে যেন তাঁরা বিরহ বেদনায় কাতর হয়ে পড়েন। এই প্রেমকে পদকর্তা উপমিত করেছেন জল এর সাথে মাছের সম্পর্কের সঙ্গে। জল ছাড়া মাছ যেমন বাঁচে না, তেমনি কৃষ্ণ বিনা রাধার বেঁচে থাকা অসম্ভব। মানবের মধ্যে এমন প্রেম দেখা যায় না। এই প্রেমের দুর্লভময়তা বোঝাতে পদকর্তা উল্লেখ করেছেন কিছু বিষয়ের; তিনি প্রথমেই বললেন সূর্য ও পদ্মের কথা। আমরা জানি ' সূর্যং উদিতে পদ্মং প্রকাশতে।' কিন্তু তাদের এই সম্বন্ধ ততোধিক গাঢ় নয়। কারণ শীতে কমল বা পদ্ম শুকিয়ে গেলেও ভানু বিরাজ করে। এরপর তিনি বললেন চাতক পাখি ও মেঘের কথা। কিন্তু তাও সমতুল হতে পারেনি, কারণ সময় না এলে কেবল চাতকের তৃষ্ণাহেতু জলদ এক ফোঁটা বারি বিন্দু দেয় না। এভাবে ক্রমে ভ্রমর-কুসুম, চাঁদ-চকোরের সম্বন্ধের কথা পদকর্তা উল্লেখ করলেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণপ্রেমের সমতুল কিছুই পেলেন না।